

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় রমযানের আগমন উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে দোয়ার গুরুত্ব, তাৎপর্য, দোয়ার দর্শন এবং দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত ও পদ্ধতি উল্লেখ করত আমাদের করণীয় বর্ণনা করেন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারার ১৮৪-১৮৭ নং আয়াত পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ*

এর বঙ্গানুবাদ হল: ‘হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ওপর রোযা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হল যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন করতে পার। হাতেগোণা কয়েকটি দিন! আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা ভ্রমণরত থাকে, সে যেন সমসংখ্যক রোযা অন্য সময়ে পূর্ণ করে। আর যারা সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য ফিদিয়া হল, একজন মিসকিনকে আহাৰ্য দান করা; আর যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত পুণ্যকর্ম করে তা তারই জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে,) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম। রমযান সেই মাস, যে মাসে কুরআনকে মানুষের জন্য এক মহান হিদায়াত (পথনির্দেশ) হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর এমন প্রকাশ্য নিদর্শনরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে) যার মধ্যে হিদায়াতের বিস্তারিত এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী বিষয়াবলী রয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে-ই এই মাস পায়, সে যেন তাতে রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা ভ্রমণরত থাকে, তাকে সমসংখ্যক রোযা অন্য সময়ে পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না; আর তিনি চান যেন তোমরা স্বচ্ছন্দ্যে গণনা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে পথনির্দেশ দিয়েছেন- তার জন্য আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তখন (বল) নিশ্চয় আমি তাদের নিকটেই থাকি; আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই, তাদের উচিত তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় আর আমার প্রতি ঈমান আনে, যেন তারা হিদায়াত লাভ করে।’

হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর আবারও আমরা রমযান মাস অতিক্রম করার সৌভাগ্য লাভ করছি; আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কেবল রমযান মাস পাওয়া এবং তা অতিবাহিত করাই যথেষ্ট নয়, কিংবা কেবল ভোরবেলা সেহেরী খেয়ে রোযা রাখা ও সন্ধ্যায় ইফতারী করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না। বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রোযার সাথে এবং এই রোযার ফলে নিজেদের